ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫১১
আগরতলা,১৩ মে,২০২৬

জিবিপি হাসপাতালে নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের সাফল্য
সঠিক চিকিৎসায় দীর্ঘদিনের সমস্যায় ভুগতে থাকা ছয় জন রোগী সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এলেন

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের সঠিক সময়ে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ফলেই সুস্থ হয়ে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছেন অসংখ্য রোগী। হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে গত ১২ মে ছয় জন রোগীকে সফলভাবে বোটক্স থেরাপি প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ করে তোলা হয়। বোটক্স থেরাপির মাধ্যমে রোগীর পেশীর অতিরিক্ত টান কমানো, চলাচলের ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দৈনন্দিন জীবনে কাজকর্ম করা সম্ভব হচ্ছে।

বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন(বোটক্স)প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ হয়ে উঠেছে যথাক্রমে ২১ বছর, ২৩ বছর, ২৪ বছর, ২৬ বছর, ৩০ বছর এবং ৫১ বছর বয়সী ছয় জন রোগী। এদের মধ্যে তিনজন রোগী সার্ভিকাল ডাইস্টোনিয়া এবং মাইগ্রেন সমস্যায় ভুগছিলেন। অপর তিনজন পোস্ট স্ট্রোক স্পেসিসিটি রোগে আক্রান্ত হয়ে হাত-পা শক্ত হয়ে গিয়ে নড়া-চড়া করতে অসুবিধা সহ স্বাভাবিক কাজ-কর্ম করতে পারতো না। বোটক্স ইনজেকশন এর মাধ্যমে পেশির অতিরিক্ত টান ধীরে ধীরে কমে। ফলে রোগী চলাফেরা করতে পারে। ফিজিওথেরাপি করে রোগীদের ক্রমাগত উন্নতি ঘটে। প্রথম তিন জন রোগী সার্ভিকাল ডাইস্টোনিয়া এবং মাইগ্রেন সমস্যায় দীর্ঘদিন ধরে ভুগছিলেন, মাথা ব্যাথার ওষুধেও তাদের কোন উপকার হচ্ছিল না, তাই তাদের বোটক্স ইনজেকশন দেওয়া হয়।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের নিউরোলজি ডিপার্টমেন্টের ডাঃ আবীর লাল নাথ (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ও ইনচার্জ নিউরোলজি ডিপার্টমেন্ট), ডাঃ অর্পণ মিত্র (নিউরোলজিস্ট), ডাঃ সুপ্রিয়া জমাতিয়া (নিউরোলজিস্ট) এর নেতৃত্বে রোগীদের এই বোটুলিনাম টক্সিন ইনজেকশন (বোটক্স) প্রদান করা হয়। উল্লেখ্য, বেসরকারি হাসপাতালে এই চিকিৎসার জন্য প্রায় চার লক্ষ টাকা খরচ হতো। কিন্তু আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে সুপার স্পেশালিটি ব্লকে এই চিকিৎসা পরিষেবা বিপিএল কার্ডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****